120

আজকের কাগজ

তারিখ 06 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বায়ত্তশাসন' ঃ প্রাসঙ্গিক কথা

বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেলায় 'স্বায়ত্তশাসন' কথাটি প্রয়োজনের তাগিদেই প্রযোজ্য। পাকিস্তানের সামরিক জান্তাদের সময়ে সে 'স্বায়ত্তশাসন' ছিল সোনার হরিণের মতোই অসম্ভব বস্তু। ১৯৬১ সালে নানা রকম কালাকানুনের মধ্যদিয়ে সামরিক স্বৈরাচারী আইউব খান বিশ্ববিদ্যালয়-এর স্বায়ত্তশাসন এর ওপর কালো হাত দিয়েছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালে অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের স্বায়ত্তশাসন পুনঃনিশ্চিত করতে প্রয়াসী হন। ১৯৭৫ সালের মর্মান্তিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশে নেমে আসে অনাকাংখিত সামরিক শাসন। সামরিক শাসনের পুরো সময়টা জুড়ে '৯০-এর গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত যে স্বায়ত্তশাসন ছিল নামমাত্র। বর্তমান গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী দাবীকারী খালেদা সরকার পুনরায় স্বায়ত্ত শাসন নসাৎ করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক তথা জনগণের বজ্রহুংকারে তা সম্ভব হতে পারেনি।

দেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি ও ছাত্ররা বর্তমান সরকারকে সাবধান করে দিয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের উপর আঘাত আসলে তারা গর্জে উঠবে আবারও। অবশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস দিলেন- শিক্ষকদের সাথে শলাপরামর্শ করেই কিছু করা হলে করবেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিএনপি নির্বাচিত হবার পর সব কটি বিশ্ববিদ্যালয় আবারও অস্ত্রের ঝনঝনানিতে মেতে ওঠে। অন্তঃকোন্দল, হত্যা, রাহাজানি, শিক্ষক লাঞ্ছিত হবার মতো ঘটনা ছিল গত তিন বছরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাধারণ চিত্র। এ সুবাদে বিএনপি সাবেক উপাচার্যদেরকে বিভিন্ন অজুহাতে পদত্যাগ করিয়ে, রাষ্ট্রদূত বানিয়ে নিজেদের পছন্দমতো উপাচার্য নিয়োগ করেছেন। বর্তমানে দেশের সব কটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য 'জাতীয়তাবাদী উপাচার্য' হিসেবে খ্যাতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। কেউ কেউ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ 'জিয়া পরিষদের' সম্মানিত উদ্দেষ্টা হিসেবে যোগ দিয়েছেন, কেউ 'বেগম খালেদা জিয়া হল' নামে নিজের প্রতিষ্ঠানে নতুন হল স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন তারা জাতীয়তাবাদী। দুর্ভাগ্যের বিষয় গত ২২ বছরে যা হয়নি, এখন তা হতে চলেছে গণতন্ত্রের নামে। জাতি তার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মেরুদণ্ড হিসেবে অনুসরণ করে অথচ সেখানে চলছে আজ

(চলবে)